সংবাদ

তারিখ ... 30 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

৩৩ কোটি ৩৮ লাখ নতুন পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রায় ৩৩ কোটি ৩৮ লাখ নতুন পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের হাতের নাগালে পৌঁছে গেছে। এখন শুধু উৎসবের অপেক্ষা বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি জানান, বছরের প্রথম দিন পাঠ্যপুস্তক উৎসবের মধ্যদিয়ে সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থীর হাতে এসব বই বিতরণের সব আয়োজন সম্পন্ন করা হবে। মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে পাঠ্যপুস্তক উৎসবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদদের অংশ নেয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, 'আমি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করছি, আমাদের বই যথাসময়ে পৌঁছে গেছে। দেশের সব ছাত্রছাত্রী নতুন বই পাবে।'

উৎসব শুক্রবার

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়ে বলেন, আগামী ১ জানুয়ারি সারাদেশে পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করা হবে। ওইদিন দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই বিতরণ করা হবে। তবে স্কুলে কোন একাডেমিক কার্যক্রম হবে না। বই হাতে নিয়েই শিক্ষার্থীরা বাসায় চলে যাবে। প্রেস ব্রিফিংয়ে শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

এবার প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হাতে ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৬০টি বই এবং বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করবে সরকার। ২০১০ সাল থেকে সরকার শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করছে।

এবার মোট চার কোটি ৪৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২৮ শিক্ষার্থীর জন্য ২৯১টি বিষয়ের নতুন বই ছাপানো হয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনামূল্যের বই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন।

দরপত্রের কিছু শর্ত আরোপের কারণে প্রাথমিকের বই ছাপানোর কাজ এবার একটু দেরিতে শুরু হয়েছিল জানিয়ে নুরুল

নতুন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

নতুন : পাঠ্যবই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইসলাম নাহিদ বলেন, কিছু সমস্যা থাকলেও প্রাথমিকের সব বই ছাপানো শেষ হয়েছে, উপজেলা পর্যায়েও এসব বই পৌঁছে গেছে। ছাপাখানায় এখন আর কোন কাজ বাকি নেই। মন্ত্রী বলেন, 'আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, আমাদের সব বই ছাপা সম্পন্ন হয়ে গেছে। সব বই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।' মোট বইয়ের পাঁচ শতাংশ বই সব সময় সংরক্ষণ (বাফার স্টক বা আপদকালীন মজুদ) করা হয় জানিয়ে তিনি বলেন, ওই বইগুলো কোথাও কোথাও যেতে দেরি হলেও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বই চলে গেছে।

বিনামূল্যের বইয়ের কাগজ ও ছাপার মান খারাপের প্রমাণ পেলে অভিযুক্ত ছাপাখানার মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'অতীতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ১০ শতাংশ অর্থ জামানত হিসেবে রাখা হতো, এবার ১৫ শতাংশ জামানত রাখা হয়েছে। যাদের বইয়ের কাগজের মান খারাপ হবে তাদের জামানতের টাকা জরিমানা হিসেবে আটকে রাখা হবে।

জাতীয়ভাবে ঢাকার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল মাঠে ১ জানুয়ারি সকাল ৯টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সকাল ১০টায় মিরপুরের ন্যাশনাল বাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক উৎসব করবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে মাধ্যমিক স্তরের সব বই স্কুল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তবে প্রাথমিক স্তরের বই উপজেলা ও স্কুল পর্যায়ে পৌঁছেছে প্রায় ৯১ শতাংশ। বাকি বই আগামী কিছুদিনের মধ্যে স্কুলে চলে যাবে বলে ছাপাখানার মালিকরা জানিয়েছেন।